বিশেষ সংখ্যা

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০
১২ই ডিসেম্বর

যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বর্ষ ০৪
সংখ্যা ০৩
ডিসেম্বর ২০২০

আইসিটি
নিউজলেটার

এখন থেকেই উদ্যোগী না হলে দেশ পিছিয়ে যাবে : প্রধানমন্ত্রী

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চিন্তা থেকেই সরকার দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এখন থেকেই উদ্যোগী না হলে দেশ পিছিয়ে যাবে : প্রধানমন্ত্রী। গত ২৫ নভেম্বর ফ্রিল্যান্সার আইডি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি জানি আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক মেধাবী। অল্পতেই তারা শিখতে পারে। সরকার হিসেবে আমাদের কাজ হচ্ছে সেই সুযোগটা সৃষ্টি করে দেয়া। সেটাই আমরা করে দিচ্ছি।

তিনি বলেন, সারাদেশে ৩৯টি হাইটেক বা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এগুলোর নির্মাণ শেষ হলে প্রায় তিন লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। যার মধ্যে যুবসমাজই সবথেকে বেশি কাজ পাবে। দেশ এবং বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আসবে এবং দক্ষ কর্মীবাহিনীর সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্প বিপবের কথা আসছে। এই চতুর্থ শিল্প বিপবের কথা মাথায় রেখেই আমাদের দক্ষ কর্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকবল সৃষ্টি করতে হবে। সেটার জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ না নিলে আমরা পিছিয়ে যাব।

তিনি বলেন, সুতরাং আমরা পিছিয়ে যেতে চাই না। এ জন্য প্রশিক্ষণটা সাথে সাথে দরকার। কারণ আমরা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাই। বিশ্ব প্রযুক্তিগতভাবে যতটুকু এগোবে আমরা তারসঙ্গে তাল মিলিয়েই আমরা চলব। সরকার চতুর্থ শিল্প বিপবের প্রতিযোগিতা মোকাবি-লায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনসহ দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টিতে সরকার নানারকম প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন. এম জিয়াউল আলম।

বিদেশীদের সাহায্য ছাড়াই ডিজিটাল হয়েছে বাংলাদেশ : জয়

কোনো বিদেশীর সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের মানুষেরাই ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেছে বলে গৌরব প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে 'জয়বাংলা ইয়্যুথ অ্যাওয়ার্ড ২০২০' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন সন্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। বলেছেন, 'আমাদের সরকার ভাচুয়ালি দেশ পরিচালনা করছে। কিন্তু ৫-১০ বছর আগেই কেউ এটা কল্পনা করতে পারতো না। ডিজিটাল বাংলদেশের এটাই একটা লাভ ও ফলাফল।

ড. নুজহাদ চৌধুরির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন বিদ্যুত প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

সিআরআই ট্রাস্টি রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, সিআরআইয়ের সহকারী সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন।

সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) তরুণদের সংগঠন ইয়াং বাংলার আয়োজনে প্রথম পর্যায়ে এবার মোট ছয়টি সাব ক্যাটাগরিতে ৩০ ব্যক্তি ও সংগঠনকে 'জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে তাদেরকে অভিনন্দন জানান সিআরআই চেয়ারপারসন সজীব ওয়াজেদ জয়।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিজয়ীদের আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে একটি করে ল্যাপটপ উপহার দেয়া হবে।

যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত

এই প্রতিপাদ্যে চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০

'যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০' আয়োজনের লোগো উন্মোচন ও কর্মসূচি ঘোষণা এবং জাতীয়ভাবে 'অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা'র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ২৭ নভেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে বিসিসি অডিটোরিয়াম, ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এবং সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিগত তিন বছর ধরে এই দিনে জাতীয়ভাবে পালিত হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস'।

অনুষ্ঠানে ৪র্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপনের কর্মসূচি সম্পর্কে বলা হয়, ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয়, জেলা পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে আয়োজনের সূচনা করা হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় আয়োজনে আরো থাকবে উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ, 'যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও থাকছি সংযুক্ত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার এবং অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা।

এসময় অনুষ্ঠানের লোগো উন্মোচন এবং 'অনলাইন জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতা'র উদ্বোধন করা হয়। কুইজ প্রতিযো-গিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ, ইত্যাদি বিষয় থেকে প্রশ্ন নির্ধারণ করা হবে।

আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ আবুল হাশেম, তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মো: আমিরুল ইসলামসহ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, হাইটেক পার্ক, এটুআইসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ।

উদ্ধৃতি

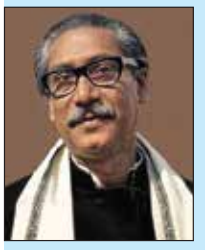

"আমাদের সবচেয়ে বড় দুটি মূল্যবান সম্পদ–একটি হচ্ছে এদেশের সোনার মাটি অপরটি হচ্ছে এদেশের সোনার মানুষ। এই সোনার মাটি ও সোনার মানুষকে কাজে লাগিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়তে হবে।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"তারুণ্যের শক্তি– বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। বিপুলসংখ্যক তরুণ সমাজের জন্য একটি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের অঙ্গীকার। আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।"

শেখ হাসিনা, এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"অনুকরণ নয় উদ্ভাবন।"

সজীব ওয়াজেদ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা

"২০২১ সাল নাগাদ আমাদের দুই হাজারেরও বেশি সেবা অনলাইনে আসবে, ২০ লাখেরও বেশি তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান আইসিটি সেক্টরে হবে, ৯০ শতাংশ জনগণ ইন্টারনেটে সংযুক্ত হতে পারবে।"

জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

"ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ বিশ্ব নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করছে। আগামী দিনে এই খাত থেকেই আমরা বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি।"

এ. কে. এম রহমতুল্লাহ, এমপি
সভাপতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ এখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'য় রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে। দেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এবং অগ্রসরমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক, সুখী সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা সবাই কাজ করে যাচ্ছি।"

এন. এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

+৮৮-০২-৪১০২৪০৭১
+৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২
+৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com
jahedi607@gmail.com
www. doict.gov.bd

আইসিটি নিউজলেটার

ডিজিটাল বাংলাদেশ: একটি প্রত্যয় একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন

জুনাইদ আহ্মেদ পলক

ডিজিটাল বাংলাদেশ এক যুগে পদার্পণ করতে যাচ্ছে এবার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরণা জাগানো ঘোষণা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ১২ বছর। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে ১২ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন লক্ষ্য অনুযায়ী কতোটা এগিয়েছে? আমার এ নিবন্ধে সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর ও বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নসহ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার এক অনন্য দলিল। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় বিগত ১২(বার) বছরে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দ্বারপ্রান্তে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাধান। সর্বোপরি মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারিতে সরকার একটি বিজনেস কন্টিনিউটি প্লান প্রণয়ন করে প্রায় সব কিছুই সচল রেখেছে। সরকারি কার্যক্রম ছাড়াও মানুষ জরুরী প্রয়োজনসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। এটা সম্ভব হয় দেশে প্রথমত, বিগত বার বছরে দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি ব্যাকবোন গড়ে উঠে। দ্বিতীয়ত, বিজনেস কন্টিনিউটি প্লান করে প্রয়োজনীয় কাজ অব্যাহত রাখা। যে কারণে করোনাকালেও প্রায় সবকিছু সচল ছিল। মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছে।

ভার্চুয়াল মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান, ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এ আইসিটি ব্যাকবোন ব্যবহার করেই। ২০২০ সালের ১৩ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে দেশে প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আর ভার্চুয়াল কোর্ট-এর যাত্রা শুরু হয় ২০২০ সালের ১৩ মে।

ফিরে আসা যাক ১২ বছরে সরকার কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর অগ্রগতিই বা কতোটা? গত বার বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ --কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং ইন্ডাষ্ট্রি প্রোমোশনকে ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি অবকাঠামো গড়ে উঠে। সারাদেশেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই সম্প্রসারণ শুধু শহরে নয়, গ্রামেও এর সম্প্রসারণ ঘটে।

রূপকল্প-২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রথমেই সরকার গুরুত্ব দেয় আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, কৌশলপত্র ও নির্দেশিকা প্রণয়নের উপর। কার্যক্রমগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), রোবোটিকস, বকচেইনের মতো প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কী প্রভাব ফেলবে ও আমাদের করণীয় কী সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পুরানো আইনের সংশোধন ও নতুন আইন মিলে ৮টি আইন করা হয়। ৫টি বিধিমালা, ৭টি নীতিমালা, ৭টি কৌশলপত্র ও ৪টি নির্দেশিকা প্রনয়ন করা হয়।

এরপরই শুরু হয় চার স্তম্ভের বাস্তবায়ন। নেওয়া হয় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর গ্রাম উন্নয়নের দর্শনকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরই অনুসৃত পথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় গ্রাম থেকে, বটম আপ অ্যাপ্রোচ পদ্ধতি অনুসরণ করে। যার লক্ষ্য ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা। শহর ও গ্রামে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পতিষ্ঠা করা হয়। এরই ধারবাহিকতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ মোট ৬ হাজার ৬শ' ৮১টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা পদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৬শ'রও বেশি সেবা মানুষ অনলাইনে পাচ্ছে। শুধুমাত্র ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকেই ২৫০ ধরণের সেবা পদান করা হয়। বিগত বার বছরে মানুষকে ৪৬ কোটি সেবা দেয়া হয়। এ সময়ে উদ্যোক্তারা আয় করে ৩৯৬ কোটি টাকা। এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হওয়ায় নাগরিকগণ ডিজিটাল সেন্টার থেকে একাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো, সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্স উত্তোলন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন ধরণের ফি পদান ইত্যাদি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে ৪,১৫৪টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে যার মাধ্যমে ৮,৫৯৫ কোটি টাকার অধিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেব গ্রামে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌছে দেওয়া হয়েছে। সারাদেশে ৩ হাজার ৮শ'টি ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হয়েছে। মহেশখালী দ্বীপও এখন ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায়।

দেশের ২৮টি স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে ২৮টি হাইটেক পার্ক। ভবিষ্যতে এ পার্কগুলো হবে ডিজিটাল অর্থনীতির লাইফ লাইন। ইতোমধ্যে ৫টি হাইটেক/আইটি পার্ক নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্কে ১০৮টি প্রতিষ্ঠানেকে স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এসব কোম্পানীর বিনিয়োগ প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা। পার্কগুলোতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। চালুকৃত পার্কগুলো হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত পায় ২৪.১৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

দেশে আইসিটি শিক্ষার বিস্তার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে জেলা পর্যায়ে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং ১০০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহ স্থানীয়ভাবে সাইবার সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আইসিটি ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্থাপিত ল্যাবসমূহের মাধ্যমে এলাকার তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) শেখানোর লক্ষ্যে ভাষাগুরু সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যা জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার উদ্বোধন করেন। ডিজিটাল শিক্ষার প্রসারে আরও ১৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ২৩ হাজার ৫শ'রও বেশি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইসিটি খাতে গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ২৭টি উচ্চ প্রযুক্তির বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করেছে। আরো ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ প্রযুক্তির বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে। এছাড়াও সেন্টার অব এ্যাম্বোলেন্স ল্যাব, ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আইটি ইন্ডাষ্ট্রির দক্ষ জনবলের চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগান নিশ্চিতকল্পে ১০টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে।

আইটি ইন্ডাষ্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সুবিধাসহ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) ও খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করা হচ্ছে। আরো ৩টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ ইনকিউবেটর স্থাপন করা হবে।

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বস্বায়নে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে গুরুত্ব দিয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, আউটসোর্সিং, টপ আপ আইটিসহ নানা প্রশিক্ষণে এ পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার দক্ষ মানুষ তৈরি করেছে আইসিটি বিভাগ। বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং পেশায় নিয়োজিত। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের (ওআইআই) সমীক্ষায় বলা হয়, বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশর অবস্থান দ্বিতীয়। অর্থাৎ প্রায় ১৬ শতাংশ। ফ্রিল্যান্সিং পেশার স্বীকৃতি প্রদানে ফ্রিল্যান্সারদের আইডি কার্ড ইস্যুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সরকার দেশে উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ কালচার গড়ে তুলছে। নাগরিক সমস্যার উদ্ভাবনী, সাশ্রয়ী, বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান গ্রহণের একটি অনলাইন সিস্টেম আইডিয়া ব্যাংক । বর্তমানে আইডিয়া ব্যাংকে প্রায় ১৯,০০০ ব্যবহারকারী রয়েছেন। এখন পর্যন্ত আইডিয়া ব্যাংক-এর মাধ্যমে এটুআই ইনোভেশন ফান্ড (এআইএফ), উইমেন্স ইনোভেশন ক্যাম্প, চ্যালেঞ্জ ফান্ড, ইনোভেশন ইত্যাদি ধাপের মাধ্যমে প্রায় ১০,৬৫৩ আইডিয়া এসেছে, যার মাধ্যমে ২৪৭টি আইডিয়াকে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং ৯৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। স্টার্টআপ কালচার গড়ে তোলার জন্য স্টার্টআপে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। আইটি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ স্টার্ট আপদেরকে বিভিন্ন পার্কে বিনা ভাড়ায় স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদানসহ ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য ইউটিলিটি সুবিধা দিচ্ছে। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল সাপোর্টসহ সরকারের অন্যান্য সকল প্রনোদনা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ইনকিউবেশন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০টির অধিক স্টার্টআপকে ১ বছর মেয়াদী ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে ১ বছর মেয়াদী ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান চলমান আছে। আইডিয়া প্রকল্পে এ পর্যন্ত ১১০টি স্টার্ট আপকে বাছাই করে মোট ১০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রথম কিস্তিতে আইডিয়া প্রকল্প থেকে ১০০টি স্টার্ট আপকে ৫ কোটি ২৭ লাখ টাকা অনুদান পদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১৯ আগস্ট মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে সরকারি মালিকানাধীন একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির অনুমোদন দেওয়া হয়। ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া-গভর্নমেন্ট-কমিউনিটি কোলাবরেশন ও স্টার্টআপ সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০টি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'স্টার্টআপ সার্কেল' গঠন করা হয়েছে।

৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে-যার মাধ্যমে ছাত্রদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে স্টার্টআপে রুপান্তর করা হচ্ছে। স্টার্টআপ খাতের বিকাশে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট ২০২০ চালু করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আইসিটি বিভাগের ১০০ পাস কৌশলের অংশ হিসেবে ১০০ স্টার্টআপের প্রতিটিকে ১০ লক্ষ টাকা পদান করা হবে।

ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ মাত্র ২৬ মিলিয়ন আইসিটি রপ্তানি করতো। ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হওয়ার পর ২০১৮ সালেই আইসিটি রপ্তানি ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। সরকার ২০২৫ সালে এ খাত থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১২ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২৫টিরও বেশি মর্যাদাকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করে। এর মধ্যে অন্যতম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভুমিকা পালন করায় বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ দ্য গোবাল হেলথ অ্যাড চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ডফ হোটেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ডিজিটাল সিস্টেম ও শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ কোঅপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ পদান করা হয়। ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পরিশেষে, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি অর্জন ও সাফল্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর দিনটির কথা। ১২ ডিসেম্বরকে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতি বছর জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস শুধু আমাদেরকে এ অনন্য দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে না আগামীর প্রজন্মকে কাছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং চতুর্থ শিল্প বিপবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলায় উৎসাহিত করবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বিশ্বের দ্রুত বর্ধমানঅর্থনীতর একটি। বৈশ্বিক সমীক্ষাগুলো বলছে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৬তম অর্থনীতির দেশ। করোনার সময়ে বিশ্বের উন্নত দেশেও অর্থনীতিতে যখন নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যা ৫.২ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার জনাব সজীব ওয়াজেদের নেতৃত্ব অব্যাহত থাকলে আগামীর বাংলাদেশ শুধু উন্নত দেশই হবে না, ২১০০ বছরের ভিশন ডেল্টাপ্লান বাস্তবায়নেও দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।

লেখক : তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস : একটি অনন্য দিন

এন এম জিয়াউল আলম

১২ই ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস। এবার এ দিবস বাংলাদেশের মানুষের জন্য আলাদা তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। প্রথমত, ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণার পর তা বাস্তবায়নের বার বছর পূর্ণ হচ্ছে ২০২০ সালের ১২ই ডিসেম্বর। এই বারো বছরে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়; দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে এমন একটি সময়ে যখন আমরা উদযাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। যিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ ও বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বিপ্লবে সামিল হওয়ার ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

কেন ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণার অতীত ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের প্রাচীন ও প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণাকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্য আয়ের আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক একটি দেশ। জননেত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণদের মনে অভূতপূর্ব জাগরণ তোলে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকারটিও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। সেই থেকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ১২ই ডিসেম্বর একটি প্রেরণা জাগানো দিন হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ দিবস আমাদের জানিয়ে দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ও বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে দুর্বার গতিতে আমাদের পথ চলা ও অগ্রগতিসমূহ। এ দিবস আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত মোকাবেলায় শক্তি ও সাহস জোগায়।

২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরুর পর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণার দিনটির গুরুত্ব বেড়ে যায়। বিশেষ করে তৃণমূল থেকে ডিজিটা-লাইজেশনের কার্যক্রম দেশ-বিদেশে নজর কাড়ে। ২০১০ সালের ১১ই নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এবং ইউএনডিপির প্রশাসক ও নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজ হেলেন ক্লার্ক ভোলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চর-কুকরি-মুকরি থেকে একযোগে সারা দেশে চার হাজার ৫শ' ১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (ইউআই-এসসি যার নাম পরবর্তীতে রাখা হয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা ইউডিসি এবং এর সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৪,৫৫৪টি) স্থাপন করেন। ইউনিয়নে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাসহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোই গ্রামের মানুষের কাছে ক্রমশ: ডিজিটাল তথ্য ও সেবা প্রদানের মডেল হয়ে উঠে। ডিজিটাল বাংলাদেশ যে কতোটা কার্যকর একটি কার্যক্রম এবং তা মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে তা সকলের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। ২০১৪ সালের ১২ই জানুয়ারি জোনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি মহোদয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের প্রথমবারের মতো এক সংবাদ সম্মেলনে ১২ই ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণার দিনটিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণার ব্যাপারে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গুরুত্ব, ডিজিটাইজেশনের প্রভাব ও ক্ষমতা এবং দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণ সমাজের সেন্টিমেন্টকে বিবেচনায় নেওয়া হলে এ দিনটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হওয়া উচিত বলে অভিমত দেন। এরপরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস ঘোষণার ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয়ভাবে পালনের জন্য ১২ই ডিসেম্বরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে উদযাপনের সরকারি স্বীকৃতি আসে ২৭শে নভেম্বর ২০১৭। এদিন মন্ত্রিপরিষদের সভায় ১২ই ডিসেম্বর জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণার অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে দিবসটি সারাদেশে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। ২৬শে নভেম্বর ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় দিবসটির নতুন নামকরণ করা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস। ২০১৮ সাল থেকে ১২ই ডিসেম্বর দিনটি তাই প্রতি বছর এ নামেই পালিত হচ্ছে। করোনা মহামারি সত্ত্বেও এবারও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দিবসটি পালনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তবে তা অনলাইনে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ১২ বছর পূর্তিতে আমাদের অগ্রগতি, সাফল্য অনেক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব ও তাঁরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় ১২ বছরের পথ যাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে নতুন অথচ আধুনিক একটি কর্মসূচিকে দৃশ্যমান বাস্তবতায় পরিণত করার কাজটি ছিল সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই এগিয়ে নেওয়া হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম। কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাষ্ট্রি প্রোমোশন- এ চার স্তম্ভ ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। দেশের ৯৯% এলাকা এখন মোবাইল কাভারেজের আওতায়। ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারি ১১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে গেছে ৩ হাজার ৮শ' ইউনিয়নে। দেশের সব সরকারি অফিস ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায়। আমরা লেস পেপার গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। বর্তমানে ৮ হাজার সরকারি অফিসের ৯০ হাজার কর্মকর্তা ই-ফাইল ব্যবহার করছে। আজ পর্যন্ত ই-নথিতে ফাইল নিষ্পত্তির সংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন। ৬শ'রও বেশি সেবা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। যা মানুষ অনলাইনে পাচ্ছে। আরও ১২শ' সেবা ডিজিটালাইজেশনের কাজ চলছে। ২০১৮ সালের ১২ই মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হয়। অগ্রগতির এই চিত্রটা খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সার্বিক চিত্র দিতে গেলে লেখার পরিসর আরও বড় হবে। তবে এখানে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করছি। বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম আমাদেরকে সচল রেখেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে আমাদের অর্থনীতি, অফিস-আদালতের কার্যক্রম সচল রাখা হয়। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি মন্ত্রিসভার বৈঠক করছেন। আর এসবই করা সম্ভব হয় করোনা ভাইরাসের আবির্ভাবের পর একটি বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান তৈরি করে সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কারণে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ১২ বছরে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নানা পুরস্কার এসেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তথ্যসেবার ডিজিটা-লাইজেশন, কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সেবায় মানুষের ব্যাপক সংখ্যক অন্তর্ভুক্তিসহ নানা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৫টিরও বেশি মর্যাদাকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ। এসব অগ্রগতি, সাফল্য ও অর্জন ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসকে সকলের সামনে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলে ধরে।

লেখক : সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডিজিটাল বাংলাদেশ : অগ্রগতির ১২ বছর

এ. বি. এম আরশাদ হোসেন

মুজিববর্ষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলার। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে এ স্বপ্নের বাস্তবায়নে বেশ কিছু খাতে তাঁর উদ্যোগ ছিল গভীর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতটি ছিল তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের বিস্ময়কর আবিষ্কার বিশ্বে ডিজিটাল বিপ্লবে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হয়ে উঠে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বিপবে শামিল হওয়ার দুরদর্শী চিন্তা থেকে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আইটিইউ'র সদস্যপদ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় তিনি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা। আজ হতে ১২ (বার) বছর আগে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে 'রূপকল্প ২০২১' নামে তথ্য-প্রযুক্তি-ভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ ঘোষণা দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণদের মনে অভূতপূর্ব জাগরণ তোলে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আধুনিক রূপ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ।

১২ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভঃ কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশনকে ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন করার ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৬শ'টি ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হয়েছে। দেশের ২৮টি স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে ২৮টি হাইটেক পার্ক। দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৯ হাজার। সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমসহ ৪১৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন লক্ষ্যে ১০,৫০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চালু করা হয়েছে বাংলা ভাষার প্রথম জাতীয় ই-তথ্য কোষ। জাতীয়ভাবে জরুরি সেবা প্রদানের ৯৯৯ চালু, পেপ্যাল-জুম সার্ভিস ও গুগল মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট চালু । সারাদেশে ৫হাজার ৮শ' ৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন এবং ৬শ'রও বেশি সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত নাগরিকদের ই-সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-এ মানবিক রোবট সোফিয়াকে এনে চতুর্থ শিল্প বিপবের প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন সম্পর্কে দেশের মানুষকে পরিচিত করা তোলা। তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অবমুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যালোইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করে। দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যালোইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে সরকারি কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' এবং 'অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)' যৌথ সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ই-নথি বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ যেকোন স্থান হতে নাগরিকগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে, কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ই-নথির ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি কেনাকাটায় ই-জিপি (ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) সিস্টেম চালু হওয়ায় কাগজ, কলম ও যাতায়াত খরচ, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং অর্থের অপচয় সাশ্রয় হয়েছে। এতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের সময়ও কমেছে। বিশ্বব্যাংকের এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না থেকে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। পৃথিবীতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ এখন এক নম্বরে। মোবাইল ফোনে লেনদেন হচ্ছে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ। ই-গর্ভনেন্স এবং ই-বাণিজ্যের সুফল ইতোমধ্যে জাতি পেতে শুরু করেছে। যা ডিজিটাল বাংলাদশে প্রতিষ্ঠায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। সঙ্কটে পথ দেখাল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। মানুষের কাছে এখন জনপ্রিয় শব্দ হয়ে উঠেছে 'ওয়েবিনার' 'জুম, গুগল মিট, মাইক্রোসফ্ট টিম, গুগল ক্লাসরুম, সিসকোর ওয়েবেক্স, মেসেঞ্জার রুম, জিটসির মতো ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মগুলো। জীবনধারাকে সচল রাখার বাস্তবতায় পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশের মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অপরিচিত থাকা এমন বহু শব্দ। ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার কাছেই দৃশ্যমান এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর ভিশন জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিগত ২৬ নভেম্বর, ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় ১২ ডিসেম্বর 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস'টি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসাবে উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৪র্থ বারের মত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস'টি সারাদেশ ব্যাপী উদযাপিত হবে। এবারে মুজিববর্ষে ৪র্থ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে ডিজিটালি প্রতিপালন করা হবে। বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় তথ্য-প্রযুক্তি প্রয়োগের সুফল আমরা ইতোমধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তৎপ্রেক্ষিতে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় : 'যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত'। ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে জাতিসংঘের ই-গভর্মেন্ট সূচকে বাংলাদেশের বড় উত্তরণ ঘটে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রম নিয়ে দুই বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা শেষে ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, ডেভেলপমেন্ট সূচকে বাংলাদেশ এগিয়েছে ৯ ধাপ আর ই-পার্টিসিপেশন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের ৩৩ ধাপ উন্নতি হয়। ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫তম। আর ই-পার্টিসিপেশন (ইপিআই) সূচকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। বিগত ১১ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিস্ময়কর অগ্রগতিতে বাংলাদেশ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ 'দ্য গোবাল হেলথ অ্যন্ড চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড', ডিজিটাল সিস্টেম শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ 'সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড-২০১৪' ও ২০১৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ 'ICT in Sustainable Development Award- 2015' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের ২০১৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ 'ICT for Development Award -2016' অর্জন অন্যতম।

লেখক : মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ ১২ই ডিসেম্বর
যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত

Central Aid Management System (CAMS)

www.cams.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের রূপকল্প তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক উপকারভোগীদের মাঝে মানবিক সহায়তা বিতরণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম Central Aid Management System (CAMS)।

Central Aid Management System (CAMS) ব্যাবহার করার মাধ্যমে মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ ২,৫০০ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বর্তমানে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের সকল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করার জন্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) এর মাধ্যমে প্রায় ৭৫ লক্ষ্য উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে চাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সমন্নিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কারিগরি টিম এবং মাঠ পর্যায়ের প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারদের কারিগরি সহায়তায় Central Aid Management System (CAMS) সিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ উপকারভোগীর তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য বিবেচনায় মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রশংসিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রেরণে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করায় বাংলাদেশ সরকারের ৩৫৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

(সূত্রঃ Daily Star, ১২ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ)

Central Aid Management System (CAMS) প্ল্যাটফর্মটি মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটি সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার উপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ high performance features সংযুক্ত করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ

- CAMS মানবিক সহায়তা/সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় সকল সুবিধাভোগীদের তথ্যভাণ্ডারসহ একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
- পরিচয় (NID তথ্যভাণ্ডার) এর সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে সঠিক উপকারভোগী নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ পূর্বক স্বচ্ছ তালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রকৃত উপকারভোগীর সরাসরি উপস্থিতিতে OTP (One Time Password) প্রেরণের মাধ্যমে CAMS-এ নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।
- ৩৩৩ নম্বরে কল করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তার কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে নিবন্ধন সহায়তা পাওয়া যাবে।
- CAMS সিস্টেমটিতে Secured Socket Layer (SSL) সংযুক্ত এবং Software Quality Testing & Certification Center (SQTC) কর্তৃক নিরাপত্তা পরীক্ষিত।
- CAMS সিস্টেমটিতে বিভিন্ন সেফটিনেটের আওতায় থাকা উপকারভোগীর তালিকার সঙ্গে Cross-Matching এর মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা হতে মনিটরিং ও প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS-এ User Roleভিত্তিক তথ্য হালনাগাদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- CAMS Mobile Apps-এর মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেসিয়াল রিকগনিশন, OTP (One Time Password) ও জাতীয় পরিচয়পত্র/ছজ কার্ডের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেম হতে সময়ে সময়ে মানবিক সহায়তা বিতরণের তথ্য, বিতরনের স্থান ও সময় সম্পর্কে উপকারভোগীকে মুঠো বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমটি 4 Tier Data Center (4TDC) -এ মাল্টিপল ডাটাবেজ সার্ভার ও অ্যাপিকেশন সার্ভার এবং লোড ব্যালেন্সার এর মাধ্যমে Scalable থাকায় নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান সম্ভব।

কারিগরি সহযোগিতায়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর,
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ-সুশাসনের হাতিয়ার, সংকটে আশীর্বাদ

মোঃ শাহরিয়াজ পিএএ

বিশ্বখ্যাত লেখক ও সমালোচক অস্কার ওয়াইল্ডের একটি উক্তি আছে, "স্বপ্ন দেখা মানুষরা চাঁদের আলোতে পথ খুঁজে নিতে পারে; আর তারাই সবার আগে ভোরের সূর্য ওঠা দেখতে পায়"। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহারে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা দিয়েছিলেন, সেটিকে তখন অনেকেই অলীক কল্পনা বলে উপহাস করেছিল। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই ঘোর অমানিশার মাঝেও স্বপ্ন দেখার সাহস করেছিলেন এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপের দ্বারা তিনি আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশের আলোয় উদ্ভাসিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাই অনিঃশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য। একই সাথে ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদের প্রতি যাঁর দিকনির্দেশনা এবং উদ্ভাবনী পদক্ষেপের কারণে আজকের এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও নাটোরের কৃতি সন্তান জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলককে, যিনি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দ্বারা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রেখে চলেছেন।

জনসেবার জন্য প্রশাসন– এই লক্ষ্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসন নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর। জেলা প্রশাসন, নাটোরও তার ব্যতিক্রম নয় এবং আইসিটিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা নাগরিক সেবা প্রদানে এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এসডিজি'র লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ এর আলোকে 'নাটোর জেলা কর্মপরিকল্পনা' নামক একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ জেলা প্রশাসন, নাটোর কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল যেটি ২০১৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসন পদক লাভ করে।

ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন ও এর অধীনস্থ সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে ই-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্পর্শকাতর, অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থ সংক্রান্ত নথি ছাড়া বাকি সকল নথি এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং গ্রিন অফিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করে ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজের

উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নাটোর জেলার ৮৪৫০০০ খতিয়ানের মধ্যে ৮১৯০০০ খতিয়ান অর্থাৎ ৯৭% খতিয়ান অনলাইনে আপলোড সম্পন্ন হয়েছে এবং নাগরিকরা এখন জেলা ই-সেবা কেন্দ্রের (www.e-service.gov.bd) মাধ্যমে অনলাইনে খতিয়ানের জন্য আবেদন করতে পারেন। জেলার সকল উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি চালু হয়েছে এবং অনলাইনে ভূমি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভাবে এটুআই এর সহযোগিতায় অনলাইন ডিলিং লাইসেন্সের কাজ চলমান রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিবিউশন সেন্টার, নাটোরের মাধ্যমে বিনামুল্যে তরুণদের বিভিন্ন আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সর্বমোট ৮০০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে ২৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যারা ইতোমধ্যে আইটি সেক্টরে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সিংড়ায় হাইটেক পার্কের কাজ দ্রুত গতিতে চলমান আছে। জেলা ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সকল সেবার বিবরণ, যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি, পর্যটন, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি সংক্রান্ত সকল সেবার লিংক, নাগরিকের তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সহ জেলার সকল সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যার ফলে ডিজিটাল পাটফর্মে যে কেউ জেলা প্রশাসনের ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করলে সংক্ষিপ্ত আকারে জেলার একটি চিত্র লাভ করতে সক্ষম হবে। যে কোন বিজ্ঞপ্তি, প্রেস রিলিজ, স্ব-প্রণোদিত তথ্য এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যে কোন নির্দেশনা জেলা ওয়েব পোর্টালের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেজে আপলোড করা হচ্ছে। যেহেতু জেলা প্রশাসনের পেজে ২৫০০০ এর বেশি ফলোয়ার রয়েছে তাই খুব দ্রুত তা নাটোরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম আর একটি স্তম্ভ হলো কানেক্টিভিটি বা সংযোগ। দেশব্যাপী রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবারের কল্যাণে নিরবিচ্ছিন্ন উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা এক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলস্টোনের মত কাজ করছে। পাশাপাশি রয়েছে ফোরজি মোবাইল নেটওয়ার্কের কল্যাণে ঘরে-বাইরে যে কোন স্থান থেকে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুবিধা। করোনা মহামারির মধ্যে এই কানেক্টিভিটিই আমাদেরকে সবথেকে বেশি উপকৃত করেছে। 'জুম' এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যেমন নিয়মিত সভা করা হয়েছে তেমনি মাঠ প্রশাসনে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের সাথেও জরুরি মিটিং আয়োজন করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের নানামুখী জনহিতকর পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ ধরনের ভার্চুয়াল সভা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যেটি ডিজিটাল বাংলাদেশের অবদান ছাড়া কল্পনাও করা যায়না। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে করোনাকালে কোমলমতি শিশুদের স্কুল ছুটিকালীন সময়ে বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে জেলার স্বনামধন্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে ক্যাবল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করা হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'E-Edu Platform Natore'।

ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে যেমন সুশাসন নিশ্চিত হয়েছে তেমনি করোনা মহামারির মত পরিবর্তিত বৈশ্বিক পেক্ষাপটের মাঝেও নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়া সহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। আর এসব কিছুর কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যিনি তাঁর নেতৃত্ব, বিচক্ষণতা এবং অমীত সাহসী পদক্ষেপের দ্বারা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, জনগণের ক্ষমতায়নে এমনকি সংকটকালেও ডিজিটাল বাংলাদেশ তাই এক আশীর্বাদ হয়ে এ জাতির নিকট আবির্ভূত হয়েছে।

লেখক : জেলা প্রশাসক, নাটোর

মুজিব শতবর্ষে আইসিটি বিভাগের বৃহৎ আয়োজন বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০ (বিগ)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী ২০২০-২১ সালে মুজিববর্ষ আয়োজনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-

লর অধীনে "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)" থেকে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট" সংক্ষেপে "বিগ" আয়োজন। "বিগ" আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তা অর্থাৎ স্টার্টআপদের নতুন উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করে দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা এবং এই আয়োজনটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ সালে ৩টি আয়োজন যথা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্টেকহোল্ডার অ্যাক্টিভেশন ক্যাম্পেইন, টিভি রিয়েলিটি শো এবং আন্তর্জাতিক রোড শো সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ আয়োজনগুলো থেকে নির্বাচিত সেরা ৩৬ টি স্টার্টআপকে ১০ লক্ষ টাকা করে "গ্র্যান্ট"-এর অর্থ প্রদান করার পাশাপাশি "বিগ" ফাইনাল রাউন্ডের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে। "বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০ (বিগ)" এর পুরস্কার হিসেবে সেরা একটি স্টার্টআপকে দেওয়া হবে বিশেষ সম্মাননা এবং গ্র্যান্ট হিসেবে ১ লক্ষ ইউএস ডলার।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০ (বিগ)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সংবাদ সম্মেলন ২৫ নভেম্বর ২০২০ ঢাকার আগারগাঁও আইসি-টি টাওয়ারের বিসিসি অডিটরিয়ামে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি "বিগ"-এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত আয়োজনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব পার্থপ্রতিম দেব, iDEA প্রকল্পের পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মজিবুল হক।

করোনা পরিস্থিতির কারণে আগামী মার্চ ২০২১-এ যথাযথ সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার "প্রধান অতিথি" হিসেবে সদয় উপস্থিতির মাধ্যমে "বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০"-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ-এর সদয় উপস্থিতিও এই অনুষ্ঠানে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

আইসিটি সেক্টরে একযোগে কাজ করবে বাংলাদেশ ও ভারত

আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের হাইটেক পার্কগুলোতে বিনিয়োগসহ আইসিটি খাতে যৌথভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ ও ভারত। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই-কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর সাথে এক মতবিনিময় সভায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এ-কথা বলেন।

ভারতীয় হাই-কমিশনার দু'দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো দৃঢ়করণ এবং আইসিটি সেক্টরসহ অন্যান্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইসিটি সেক্টরে ভারতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের ১২টি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্পে ভারত সরকার অর্থায়ন করছে। বাংলাদেশ-ভারত আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে আরেকটি প্রকল্প চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত বাংলাদেশে তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

তিনি ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের কথা তুলে ধরে বলেন, নরেন্দ্র মোদির সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো প্রসারিত হয়েছে।

এতে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) হোসনে আরা বেগম এনডিসিসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কন্যারত্ন : আমাদের এ্যাম্বাসেডর আমাদের কন্যারত্ন

জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড় কর্তৃক পরিচালিত জুম এ্যাপসের মাধ্যমে উঠান বৈঠক

ড. সাবিনা ইয়াসমিন

উদ্দেশ্য

মুজিববর্ষে জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড়-এর বিশেষ সেবা-কিশোরীদের নারীর ক্ষমতায়নের একটি ধাপ হিসেবে ১৭ মার্চ -এ ১৭০০ কিশোরীকে বাইসাইকেল প্রদান এবং এই নির্বাচিত ১৭০০ কিশোরীকে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

ভূমিকা

যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যারত্ন থেকে দেশরত্ন হয়ে দেশের সেবা করছেন, বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি আলোকিত দেশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, সে দেশে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের কিশোরীদের সেই আলোয় আলোকিত করাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড়ের আয়োজনে নির্বাচিত ১৭০০ কিশোরীকে এ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচন করে তাদেরকে সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সফল নারী ব্যক্তিত্ব, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও প্রখ্যাত প্রেরণাদানকারী বক্তার (রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও ব্যক্তিত্ব, সফল মা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্ব) সমন্বয়ে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হচ্ছে।

পটভূমি ও প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় একটি পরিচিত প্রকল্পের নাম LGSP। এই ফান্ড স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিকট প্রেরণ করা হয়। চেয়ারম্যানগণ সরকার কর্তৃক গঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে তাদের ইউনিয়ন এর অভ্যন্তরে এই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু মুজিববর্ষে নারীর ক্ষমতায়নে বাল্যবিয়ে রোধে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবে স্কুলগামী কিশোরীদের মেধা ও স্বচ্ছলতার ভিত্তিতে এই বাইসাইকেল প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ করা হয়। চেয়ারম্যানবৃন্দ জেলা প্রশাসকের এই আহ্বানে সাড়া দেন ও প্রতি ইউনিয়নে ৪০ জন কিশোরীকে এই বাইসাইকেল প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত নেন।

পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড়-এর পক্ষ থেকে জেলার অভ্যন্তরে যে এলাকায় এখনও পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে ওঠেনি, সে এলাকায় ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, পাথর-ভাঙা শ্রমিক, চা-শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি করে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক পরিচালনা করা হতো। SDG'র মূল চেতনা 'Leaving No One Behind' থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিকের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যার উদ্দেশ্য পঞ্চগড়ের একজনও যাতে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

প্রকল্পের গুরুত্ব

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭০০ কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন হবে। সমগ্র কর্মসূচিটি ফেসবুক লাইভ এবং লোকাল সিটি ক্যাবলের মাধ্যমে সরাসরি টেলিভিশনে প্রচার করার ফলে ১৭০০ কিশোরীর পাশাপাশি তাদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীও প্রজনন স্বাস্থ্য ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং বাল্যবিবাহ যেন না হয় সেই ব্যাপারে তারাও এগিয়ে আসবে।

লেখক : জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দেশব্যাপী অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজন করছে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা। এ উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আইসিটি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে। কর্মশারায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ বি এম আরশাদ হোসেন।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। কর্মশালায় প্রশ্নপত্র প্রনয়ণের ক্ষেত্রে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ, নির্বাচনী ইশতেহার, ই-সেবা ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা আনয়নে ইআরপি প্রকল্প

ড. অশোক কুমার রায়

Key Elements of 'Digital Bangladesh'

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক, যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক মুক্তিই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল মন্ত্র। ডিজিটাল বাংলাদেশ বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। আজ থেকে এগার বছর আগে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর নবম জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিন বদলের সনদ 'রূপকল্প-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণা করেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়পোযোগী আধুনিক চিন্তা এবং খ্যাতিমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের অভিজ্ঞাতালব্ধ জ্ঞান থেকে উদ্ভাবন এই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অঙ্গীকার করা হয়। বিশ্বে যে সমস্ত দেশ সুশাসন ও ডিজিটাইজেশন একসাথে অনুসরণ করে সামনের সারিতে চলে এসেছে তাদের সে মডেল অনুসরণ করে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে চারটি স্তম্ভ অনুসরণ করে চলেছি, যা হলো-

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য একুশ শতকের উপযোগী কারিগরি ও উদ্ভাবনে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মানবসম্পদ চতুর্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে সরকার ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার দক্ষ জনবল গড়ে তুলেছে। বর্তমানে ইমার্জিং টেকনোলজির ওপর প্রশিক্ষণ চলছে। বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশে রয়েছে সাড়ে ৬ লক্ষের অধিক সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার, যাদের ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্প, লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি, প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প, জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইওটিসহ অন্যান্য উদ্ভাবনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কানেকটিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন

সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ ও হাইটেক/আইটি পার্ক নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণকে সরাসরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশকে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ফাইবার অপটিক ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৬শ' ৫০ টি ইউনিয়নকে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরো ১৫০ টি ইউনিয়ন এ প্রকল্পের আওতায় আসবে। মহেশখালী দ্বীপ ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে এবং ৭৭২ টি দুর্গম এবং পাহাড়ি ও হাওড় এলাকাকেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ১০০০ পুলিশ স্টেশন এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। চালু করা হয়েছে ৪জি নেটওয়ার্ক এবং অচিরেই চালু হচ্ছে ৫জি নেটওয়ার্ক। ২০১৮ সালের ১২ মে থেকে মহাকাশে রয়েছে আমাদের গর্ব বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এবং ২০১৯ সালের ০১ অক্টোবর থেকে দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই তাদের সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হচ্ছে ২৮ টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি (এসটি)/আই-টি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার।

ডিজিটাল গভর্নমেন্ট বা ই-গভর্নমেন্ট

প্রচলিত পদ্ধতি ও সরকারি সেবসমূহের ডিজিটাইজেশ-নের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান বিশ্বে ই-গভর্নমেন্ট সিস্টেম বা এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স পানিং এর কোন বিকল্প নেই।

আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন

আইসিটি খাতের বিকাশ, বিদেশে বাংলাদেশের ব্রান্ডিং এবং দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন বা আইসিটি ব্যবসা উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সরকার আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানির জন্য ৫ বিলিয়ন ডলার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এটুআই প্রোগ্রাম, সিসিএ, পানিং ডিভিশন, প্ল্যানিং কমিশন, বিআইডিএস এবং এনএপিডি) অংশীজনের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এম.এ. মান্নান এমপি এবং আইসিটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক যৌথভাবে এ চারটি মডিউল পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত এনইসি অডিটোরিয়ামে অংশীজনের ব্যবহারের জন্য শুভ উদ্বোধন করেছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনী উদ্যোগ ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র মোচনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশের পিছনের মূল কথাটি হচ্ছে দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা এবং তা অর্জনের জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের সর্বস্তরে ইআরপি সিস্টেম বাস্তবায়ন, যা ইতিমধ্যেই জিআরপি নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

লেখক : ডেপুটি সেক্রেটারি ও প্রজেক্ট ডিরেক্টর,
বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রজেক্ট

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং সেন্টার চট্টগ্রামবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার

চট্টগ্রামের চান্দগাঁওয়ে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশনসেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন আইসি-টি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। গত ২৮ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে নগরীর সি অ্যান্ড বি মোড়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার চট্টগ্রামবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, প্রতিযোগিতার এই যুগে আমাদের তরুণদের টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তি শিক্ষার বিকল্প নাই। অনুষ্ঠানের শেষে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয় এবং চট্টগ্রাম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে চারটি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করা হয়।

২০২১ সালের মধ্যে অনলাইনে আসবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক ৪০টি সার্ভিস : পলক

আইসিটি বিভাগের অধীনে ভাষা-প্রযুক্তি বিষয়ক ৪০টি সার্ভিস ও টুলস তৈরির কাজ চলছে উল্লেখ করে, ২০২১ সালের মধ্যে ৪০টি সার্ভিস অনলাইনে আসবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

তিনি বলেন, 'ভাষা-প্রযুক্তি বিষয়ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সার্ভিসগুলো দেশের তথ্য প্রযুক্তির পরিকাঠামো বদলে দেবে। একই সাথে ই-নথিকে ডি-নথিতে রূপান্তর করার জন্য এতে টেক্সট টু স্পিচ, বানান ও ব্যাকরণ সংশোধক ও ওসিআর এর মত সার্ভিসগুলোও যুক্ত করা হবে।'

গুগলের 'জিবোর্ডের' মতো 'বাংলা বোর্ড' ডেভেলপ করা হচ্ছে উল্লেখ করে পলক বলেন, 'এ ইনপুট সিস্টেম বা কিবোর্ডে স্পেলচেকার, ওসিআর ও স্পিচ টু টেক্সট ইঞ্জিন যুক্ত থাকবে। এই ইনপুট সিস্টেমটিতে অটোমেটিক নেক্সট ক্যারেক্টার ও নেক্সট ওয়ার্ড সাজেশনের মতো ফিচার রয়েছে।'

এছাড়া স্ক্রিন রিডার, ব্রেইল কনভার্টার, সাইন টু টেক্সট রিকগনিশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের তথ্যপ্রযু-ক্তিবান্ধব করা হবে এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষা তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনা এবং একটি লেআউট ফ্রি কিবোর্ড তৈরির পশাপাশি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের ভাষা সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল রিসোর্স আর্কাইভও তৈরি করা হচ্ছে করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, '১০০ মিলিয়ন সিনট্যাকটিক ট্রি ব্যাংক করপাস তৈরির কাজ চলমান রয়েছে, যা মূলত ন্যাশনাল করপাসের অংশ। এই কম্পোনেন্ট থেকে বাংলাদেশে প্রথম করপাস ড্রাইভেন লেক্সিকন তৈরি করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জুম অনলাইন প্লাটফর্মে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংযুক্ত ছিলেন।

ডিজিটাল সেন্টারগুলো হবে ডিজিটাল ইকোনমিক হাব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, দেশের তিন হাজার ৮শ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক পৌঁছে গেছে। আইসিটি বিভাগের ইনফো সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে দুই হাজার ৬শটি এবং কানেক্টেড বাংলাদেশের মাধ্যমে আরো প্রায় ৬শটি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিকের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দিতে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বাকি ১শ' ৫৫টি দুর্গম দ্বীপ ও পাহাড়ি অঞ্চলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ২১ সালে মধ্যে ইন্টারনেট পৌঁছে দেয়া হবে। এভাবেই ডিজিটাল সেন্টারে দ্রুত গতির ইন্টারনেটে সংযুক্তির পাশাপাশি এগুলোকে ডিজিটাল ইকোনমিক হাব হিসেবে রূপান্তর করা হবে।

উদ্যোক্তা-উদ্ভাবনে কোরিয়া-বাংলাদেশ চুক্তি সই

নির্বাচিত হয়েছে উদ্ভাবনী স্টার্টআপের খোঁজে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার আয়োজনে শুরু হওয়া আইডিয়াথন প্রতিযোগিতার বিজয়ী ৫ উদ্যোগের উদ্যোক্তা।

এই উদ্যোক্তারাই উদ্যোক্তারা পাচ্ছেন দক্ষিণ কোরিয়াতে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ, ইনকিউবেশন, ফান্ডিং, আন্তর্জাতিক পেটেন্টসহ কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক পাবার সহযোগিতা।

'লেটস স্টার্ট ইউ আপ' স্লোগানে মঙ্গলবার আইসিটি টাওয়ারের সম্মেলন কক্ষে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প এবং কোরিয়া সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের উপস্থিতিতে আইডিয়া প্রকল্পের পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কিউন চুক্তিতে সই করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বিসিসির নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি মহাপরিচালক মোঃ রেজাউল করিম প্রমুখ।

অপরদিকে বাংলাদেশের তরুণদের মেধার প্রশংসা করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কিউন। তিনি বলেছেন, প্রত্যাশা করছি, আমাদের যৌথ অংশীদারিত্বের বড় সুফল আগামী বছরেই দেখা যাবে। তৈরি হবে নতুন নতুন সফলতার গল্প।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০
১২ই ডিসেম্বর
যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত
DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
আইসিটি নিউজলেটার
পৃষ্ঠা- সাত

ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়ের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প

ক) ১০০০ পুলিশ অফিস ভিপিএন কানেক্টিভিটির শুভ উদ্বোধন ও হস্তান্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়)" প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রকল্পটি মন্ত্রিসভার অনুমোদন মোতাবেক "জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প" হিসেবে বিগত ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬০০টি ইউনিয়নে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

অনুষ্ঠানে জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে Zoom online এ সংযুক্ত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে Zoom online এ সংযুক্ত ছিলেন জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা

বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার), মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ এবং জনাব পার্থপ্রতিম দেব, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ। প্রযুক্তির ব্যবহার অপরাধ দমনসহ জনগণকে সেবা দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করছে।

খ) ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ-এর শুভ উদ্বোধন

গত ২৫ জুলাই ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার আগানগর, কলাতিয়া, কালিন্দি, তেঘরিয়া, শাক্তা, শুভাঢ্যা, হযরতপুর এবং তারানগর ইউনিয়নসমূহের PoP (point of presence)সমূহ Zoom Online-এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে Zoom Online এ সংযুক্ত ছিলেন জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি, ঢাকা-২ এবং জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

এ প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক গ্রামীণ জনপদে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদানের জন্য ২,৬০০টি ইউনিয়নে পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স (পিওপি) স্থাপন এবং ১৯,৫০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে উচ্চগতির নেটওয়ার্ক অবকাঠামো স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৬,০০০ সরকারি অফিসে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হবে।

গ) প্রকল্পের ১৪তম স্টীয়ারিং কমিটির সভা জুম আনলাইন মিটিং-এ অনুষ্ঠিত হয়

কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে গত ২৬ মার্চ, ২০২০ খ্রি. থেকে সারাদেশ কার্যত লকডাউন অবস্থায় রয়েছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারন ছুটির আওতায় রয়েছে যা সর্বশেষ ধাপের ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ মে, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ফলে সরকারি অধিকাংশ কার্যক্রম স্থবির অবস্থায় রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের প্রায় শেষ পর্যায়ে এই কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বৈশ্বিক মহামারীর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু জরুরি ইন্টারনেট সেবাসহ ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক মহোদয়ের নেতৃত্বে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

ঘ) দিনাজপুর জেলায় 'আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক সেমিনার

জেলা প্রশাসন, দিনাজপুর এবং ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে গত ১২ আগস্ট, ২০২০ তারিখে 'আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক এক সেমিনার জুম অনলাইনে প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসি-টি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম।

সেমিনারে প্রধান অতিথি আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ সেমিনারে উপস্থিত সকলকে আইসিটি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

ঙ) যশোর জেলায় 'আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক সেমিনার

জেলা প্রশাসন, যশোর এবং ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে গত ১৯ আগস্ট, ২০২০ তারিখে 'আমার গ্রাম; আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক এক সেমিনার জুম অনলাইনে পাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মো: তমিজুল ইসলাম খান।

চ) দাপ্তরিক কাজে ই-নথির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

উদ্ভুত পরিস্থিতি ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ই-নথির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল প্রকার দাপ্তরিক পত্র ই-নথির মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সকল অফিসের সাথে আদান-প্রদান সম্পন্ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ রুট সিএ হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের অর্জন

তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই স্বীকৃতি দিয়েছে চার্টার্ড প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, কানাডা। সিসিএ কার্যালয়ের আওতাধীন সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সিএ ব্রাউজার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর বিগত ২৬ আগস্ট সিপিএ কানাডা সিসিএ কার্যালয়কে বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেট ২০১৮ এর জন্য তিনটি এবং ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেট ২০২০ এর জন্য তিনটিসহ মোট ছয়টি সীল প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ০৫ (পাঁচ) টি সার্ভিস প্রদানের মান অর্জনে নিশ্চয়তা দেয়। এই সিলগুলো হলো:

১। ওয়েবট্রাস্ট সিল ফর সিএ

২। বিআর-এসএসএল

৩। ইভি এসএস

৪। ওয়েবট্রাস্ট সিল ফর সিএ

৫। কোড সাইনিং

৬। ইভি কোড সাইনিং

ওয়েবট্রাস্ট কি?

ওয়েবট্রাস্ট আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও বিশ্বস্ত একটি সংস্থা যা American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) এবং Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) এর সমন্বয়ে গঠিত। AICPA বা CICA থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক সার্টিফাইং অথোরিটির ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা নিরীক্ষার মাধ্যমে ওয়েবট্রাস্টের নীতিমালা এবং মানদন্ডসমূহ পূরণ করেছে কিনা তা নিশ্চিত করে।

ওয়েবট্রাস্ট সীল কি?

ইন্টারনেট মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানে বিশ্বস্ততার একটি প্রতীক হলো ওয়েবট্রাস্ট সীল। ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন সার্ভিস, ই-কমার্স এবং ব্যাংক ও বীমার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তথ্য আদান প্রাদানে নিরাপত্তা নিশ্চয়তাসহ ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন করে।

সার্টিফাইং অথোরিটি সংক্রান্ত ওয়েবট্রাস্ট সীল

সাধারনত ৫ ধরণের হয়ে থাকে-

১) BR-SSL (Baseline Requirement Secure Socket Layer).

২) Webtrust seal for CA (Certification Authorities)

৩) EV-SSL (Extended Validation Secure Socket Layer).

৪) CS (Code signing)

৫) EV-CS (Extended Validation Code Signing)

ওয়েবট্রাস্ট সীল কেন প্রয়োজন?

১) **আর্থিক সুবিধা:** ওয়েবট্রাস্ট এর মূলনীতি এবং মাপকাঠি CA Browser Forum এর নীতি ও নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বিধায় এর ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের সিএ কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

২) **ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন:** তথ্য ব্যাবহারকারী যে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করলে তার ব্যবহৃত ব্রাউজার ওয়েবসার্ভারের সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখে এবং এতে ওয়েবট্রাস্ট সীল না পাওয়া গেলে ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে একটি বার্তা দিয়ে সতর্ক করে।

৩) **হ্যাকিং ও প্রতারণা প্রতিরোধ:** কোন ওয়েবসাইটে ওয়েবট্রাস্ট সীল না থাকলে হ্যাকার কর্তৃক খুব সহজেই যেকোন আসল ওয়েব সাইট এর মতো হুবহু নকল ওয়েব সাইট তৈরি করা যায়। ফলে আসল ওয়েবসাইট ও নকল ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য করা দুরুহ হয়ে পড়ে বিধায় বিষয়টি ব্যবহারকারীকে বিভ্রান্তে ফেলে দেয়।

৪) **যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তা:** ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রাম সার্টিফাইং অথোরিটিসমূহের পাবলিক-কী-ইন-ফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৫) **গোপনীয়তা, প্রমানীকরণ, অখন্ডতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরকণ:** ওয়েব ট্রাস্ট সীল ব্যবহারের ফলে অনলাইন কার্যক্রম এবং ই-কমার্স লেনদেনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা (confidentiality), প্রমাণীকরণ (authentication), অখন্ডতা (integrity), এবং নিরপেক্ষতা (non-repudiation) নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৬) **সিএ কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োগ বাস্তবায়ন:** ক্রিপ্টোগ্রাফির ব্যবহার, ডিজিটাল সার্টিফিকেটের ব্যবস্থাপনা এবং সিএ সমূহের নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং প্রোপ্রাইটরি মানদন্ড এবং গাইডলাইন থাকলেও তার কোন সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন প্রয়োগ নেই।

৭) **দারিদ্র্য পরিস্থিতি:** ওয়েবট্রাস্ট সীল ব্যবহারে অনলাইনে আর্থিক লেনদেনের ঝুকি কমবে অর্থাৎ সাইবার অপরাধের সংখ্যা কমবে। ফলে সাইবার সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা কমবে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের ব্যয় কমবে বলে আশা করা যায়। সার্বিকভাবে দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

ওয়েবট্রাস্ট সীল ব্যবহারের নীতিমালা ও স্ট্যান্ডার্ড:

ওয়েবট্রাস্ট কতগুলি নীতিমালা এবং মানদন্ডের ওপর নির্ভর করে। এগুলো হলো- প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ (security), সহজপ্রাপ্যতা (availability), প্রসেসিং অখন্ডতা (Processing Integrity), অনলাইন প্রাইভেসি (online Privacy) এবং গোপনীয়তা (Confidentiality)|

লেখক: প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
সিএ মনিটরিং সিস্টেমস্ স্থাপন প্রকল্প

এর জন্য লেখা আহ্বান

আইসিটি নিউজলেটারের জন্য লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) শব্দের মৌলিক রচনা কিংবা সংবাদ সাদরে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে লেখা ছবিসহ পাঠানো যাবে। লেখা, লেখকের নাম-ঠিকানাসহ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে পাঠাতে পারেন। অপ্রকাশিত লেখা ফেরতযোগ্য নয়। প্রকাশিত উন্নতমানের লেখা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় হলে যথাযথ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদক: আইসিটি নিউজলেটার, আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭।
দূরভাস: +৮৮-০২-৪১০২৪০৭১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২। মুঠোফোন: +৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
ই-মেইল: doictnewsletter@gmail.com, jahed6076@gmail.com, ওয়েব : www.doict.gov.bd

আইসিটি
নিউজলেটার
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০
১২ই ডিসেম্বর
যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত

স্বকীয় প্রযুক্তির উদ্দীপ্ত ঝলকে শুরু ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০

স্বকীয় প্রযুক্তির উদ্দীপ্ত ঝলকে শুরু হলো দক্ষিণ এশিয়ার উল্লেখযোগ্য তথ্যপ্রযুক্তি ইভেন্ট ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০। গত ৯ ডিসেম্বর ভিডিও বার্তায় দেশীয় প্রযুক্তির প্রথম বৈশ্বিক ভার্চুয়াল এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মাল্টি-পারপাস হলে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতুল্লাহ, আইসিটি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব নিয়াজ মোহাম্মাদ জিয়াউল আলম এবং বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তিন দিনের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের নানা উদ্যোগ তুলে ধরেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব।

বক্তব্যে বিদেশী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পে দেশি সফটওয়্যার ও সংযোজিত পণ্যসেবা ব্যবহারে ক্রয় নীতিমালায় বাধ্যবাধকতা এবং হাইটকে পার্কে তৈরি প্রযুক্তি পণ্য সেবার প্রসার বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানান আয়োজন সহযোগী প্রতিষ্ঠান বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির।

ভাষা আন্দোলন থেকে ডিজিটাল রূপান্তরেও বাংলাদেশ বিশ্বে আজ মডেল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব জিয়াউল আলম।

অপরদিকে এই ধারবাহিকতা ধরে রাখতে তরুণ সমাজকে গবেণায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতুল্লাহ। সভাপতির বক্তব্যে 'অতিমারিতে স্বনির্ভরেরাই টিকে আছে' মন্তব্য করে 'আত্মকেন্দ্রিকতা' মুক্ত অন্তর্ভুক্তি 'স্বনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্পকে উপস্থাপনেই এই আয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক।

ডিজিটাল সংযুক্তির মাধ্যমে দেশের সব কাজ পরিচালনার সক্ষমতার সুফল তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রযুক্তি আর তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আসিয়ান-এশিয়ান দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সূচক ৫ এর ওপরে ছিল। বেসরকারি অংশীজনদের সঙ্গে নেয়ায় ১০০ কোটির ই-জিপি সফটওয়্যার ২০ কোটি টাকায় তৈরি করে দেশের টাকা সাশ্রয় করা গেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে সংযুক্ত করণের মতো উদ্যোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল ভিত্তি রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

জনসেবা প্রাপ্তিতে সরকার আরো ১০ হাজার ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করবে জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নেবে।

বঙ্গবন্ধু অনলাইন কুইজ পুরস্কার পাবে ১০ হাজার বিজয়ী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১শ দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা'। কুইজে প্রতিদিন ১শ জন করে মোট ১০ হাজার বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হবে। আর আগামী ১০ মার্চ প্রতিযোগিতা শেষে ১শ জন বিজয়ীকে 'গ্র্যান্ড প্রাইজ' হিসেবে দেয়া হবে ল্যাপটপ। গত ৩০ নভেম্বর বিকেলে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরতে আয়োজিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসেরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে কুইজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তুলে ধরেন আয়োজন সহযোগী প্রিয় ডট কমের প্রধান নির্বাহী জাকারিয়া স্বপন। অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে এই আয়োজনে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকেরা উভয়েই অংশ নেবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

বক্তব্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে জানাতে এ ধরণের উদ্যোগ আরো গ্রহণের পরামর্শ দেন ডাক ও টেলিযোগ-াযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

অপরদিকে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু এবং দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস, তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী শহীদুল্লাহসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। মুজিব বর্ষের ওয়েবসাইট (mujib100.gov-.bd), প্রিয় ডট কমের ওয়েবসাইট (quiz.pri-yo.com) এবং পে স্টোর থেকে প্রিয় অ্যাপ ডাউনলোড করে এই কুইজ প্রতিযোগিতায় নিবন্ধন ও অংশ নিতে পারবেন প্রতিযোগীরা।

রোবটিকস, আইওটি ও এআই কৌশলপত্র অনুমোদন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্প থেকে রোবটিকস, আইওটি (ইন্টারনেট অব থিংস) এবং এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আইসিটি বিভাগ। এই তিনটি বিষয়কে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এগিয়ে নিতে একটি কৌশল পত্র তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সড়া কৌশলপত্রটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। গণভবন প্রান্ত থেকে থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সচিবালয় প্রান্তে যুক্ত হয়ে এই প্রস্তাবনা অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদেরকে কম্পিউটারের ভাষা ও প্রোগ্রামিং শিক্ষা দিতে হবে : পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন আমাদের মেধাবী শিশুরা উন্নত বাংলাদেশ গড়তে পারবে। তিনি বলেন ভবিষ্যত জ্ঞান ভিত্তক, প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদেরকে কম্পিউটারের ভাষা, প্রোগ্রামিং ও কোডিং শিক্ষা দিতে হবে। যাতে মাধ্যমিক স্তরে এসেই নিজেদের প্রোগ্রামার হিসেবে তৈরি করতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটোরিয়ামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "শেখ রাসেল দিবস-২০২০" উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

পলক ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের বর্বোরচিত ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে বলেন অমিত সম্ভাবনাময়ী শেখ রাসেল আমাদের মাঝে নেই। মানবতার শত্রু ও ঘাতকের বুলেট থেকে রক্ষা পাননি সেই দিনের ছোট শিশু শেখ রাসেলও। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রতিমন্ত্রী বলেন প্রতিটি শিশুর জীবন যেন অর্থবহ হয় তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। অথচ ১৫ আগস্ট পরবর্তী সরকার শেখ রাসেলসহ খুনিদের বিচার না করে বরং আইন করে বিচারের পথ রুদ্ধ করেছে। সে সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে খুনিদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। তারা শিশু-নারী হত্যাসহ হত্যা, খুন এবং নির্যাতনকে উৎসাহিত করত। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাবা, মা-ভাইয়ের খুনিদের বিচার পর্যন্ত চাইতে পারেনি, এমনকি একটি মামলাও করতে দেওয়া হয়নি সে সময়। ১৫ অগাস্টের হত্যাকাণ্ডে নারী-শিশুসহ জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিচার হলে সমাজে শিশু কিশোর নারী হত্যা অনেকাংশে কমে যেত। বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে হত্যাকাণ্ড ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রথম চালু হয়।

পলক বলেন শিশুরা প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য তৈরি হতে পারে সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ-এর পরিকল্পনায় আইসিটি বিভাগ সারা দেশে ৮,০০০ (আট হাজার) শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেন সারা দেশে আরো ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ১৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেলের জন্মদিনকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করার জন্য জোর দাবি জানান।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যোর মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ বি এম আরশাদ হোসেন।পরে "এক পলকে শেখ হাসিনা" অ্যাপ-এর নির্মাতা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী ও ক্ষুদে প্রোগ্রামার আরাবী বিনতে শফিক (শিফা)কে আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্মাননা চেক প্রদান করা হয়।

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) প্রকাশক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ উপদেষ্টা এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক
সম্পাদক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও সেলিম রেজা সেন্টু নির্বাহী সম্পাদক আমিরুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক মো: ফিরোজ সরকার যোগাযোগ আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ডিজাইন ও মুদ্রণ শকুন্তলা মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com